কর্পাসডাঙ্গায় একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন এক নারী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী মারুফা খাতুন নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা উপশম নার্সিং হোম ক্লিনিকে একসঙ্গে ৪ টি সন্তান নরমাল ডেলিভারিতে প্রসব করেন কুতুবপুর পূর্বপাড়ার মো: শাহাদৎ শেখের মেয়ে মারুফা খাতুন।

জানাগেছে, ২০০৯ সালে পারিবারিক ভাবে মারুফা খাতুনের বিবাহ হয় নাটুদহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের মো: আইনাল তরফদারের ছেলে এরশাদ আলীর সাথে।

বিবাহের ২ বছরের মাথায় সংসারে নতুন অতিথি হিসেবে মারুফার কোল জুড়ে আগমন ঘটে এক কন্যা সন্তানের। এরপর সাত বছর পর ২০১৮ সালে একই সাথে অপুষ্টি ৩ (তিন) সন্তান জন্ম দিলে কয়েক দিন পর মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার আবার মারুফা খাতুনের কোল জুড়ে এসেছে একসঙ্গে ২ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান। তাই মারুফার পরিবারে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ উৎফুল্ল বিরাজ করছে।

মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে নার্সিং হোমে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা মামা মাহবুর রহমান সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মা ও বাচ্চারা এখন সুস্থ্য আছে। সর্বশেষে মা ও ৪ সন্তানের সুস্থ্যতা কামনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন কুতুবপুর গ্রামের সচেতন মহল।

মেহেরপুর সদরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রথমবারের মত করোনা সনাক্ত হয়েছে। যে ১৯টি স্যাম্পলের ফলাফল অসমাপ্ত ছিল তার মধ্যে একজনের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। বাকি ১৮ জনের নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। ১৮ জনের মধ্যে মুজিবনগর ইউএনও সহ ৬জন রয়েছেন। যাদের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে।

আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে। তিনি একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্র্মী। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিনিদিন কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো জানান, প্রথম দিন যখন সন্দেহতীত পজেটিভ এসেছিল সেদিন থেকেই তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি আইসোলেশনে রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুর জেলায় তিনজনের শরিরে করোনা পজেটিভ সনাক্ত হলো। এদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইদ্রিস শাহ নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। জেলায় দুই জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় ত্রিমুখী প্রেমে জখম প্রেমিক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা চিৎলা ইউনিয়নের চিৎলা হুদাপাড়া গ্রামে ঘটেছে সিনেমেটিক ঘটনা। এক মেয়ের দুই প্রেমিককে নিয়ে বেধেছে তুমুল দ্বন্দ। সবশেষে কোপাকুপি করে হাসপাতাল পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টি।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, চিৎলা গ্রামের হুদাপাড়ার সাবেক মেম্বর আশকার আলির ছেলে মাসুদ(২৫)ও হাবিবুরের ছেলে আলাল (২৪)দুজনেই একই গ্রামের ঝন্টুর মেয়ের প্রেমের ফাঁদে পড়ে।

চলমান প্রেম ত্রিমুখী প্রেম কাহিনী অবশেষে একে অপরে জানাজানি হলে তৈরি হয় দুই প্রেমিকের মধ্যে তুমুল শত্রুতা। এরই জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে মাসুদ ও আলালের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

এক পর্যায় বিষয়টি হাতাহাতি তে রূপ নেয়। এসময় আলাল ইট দিয়ে মাসুদকে লক্ষ্য করে আঘাত করে। পরে মাসুদ ও ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে থাকা দেশীয় অস্র দিয়ে আলালকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে।

পরে স্থানিয় লোকজন আলালকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে, তার মাথায় গুরুতর ক্ষত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উভয় পক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

মেহেরপুরে মউক এর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর উদ্যোগে হতদরিদ্র কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে মউক এর কর্যালয়ের সামনে ২শ পরিবারের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী হিসেবে আটা ৫ কেজি, আলু ৫ কেজি, চিনি ১ কেজি, ডাল ১ কেজি, তেল ৫০০গ্রাম, লবন ৫০০ গ্রাম, খেজুর ১ পেকেট, সাবান ১ টি দেওয়া হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিঃ অফিসার সাজ্জাদ হোসেন, সমন্বয়ক সাদ হোসেন।

[redacted]

[redacted]

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন ঘরবন্দী ফকির-সাধু তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দীনহীনভাবে। এরা সবসময়ই সংসারের বেড়াজাল বলেন আর মায়াজাল বলেন তার বাইরে থাকেন। স্বেচ্ছায় কেউ অন্নদান করলে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কখনও হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন না।

গুরুভক্তে বিশ্বাসী প্রকৃতিপ্রেমী নির্লোভ মানুষগুলো কখনও অন্যের অমঙ্গল কামনা করেন না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা না পেলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারকে একদম ‘উদ্ধার’ করে দেয়! কিন্তু সহজ সরল নির্লোভ সাদা মনের মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেও কখনও হীনদৃষ্টি দিয়ে অন্যের অনাসৃষ্টি করেন না। অথচ এদের খবর নেবার একটিবারও প্রয়োজন বোধ হয়নি প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের।

সাধুরা সংসারত্যাগী নির্লোভ মানুষ। এরা ভক্তদের সেবা নিয়ে অথবা সাধুসঙ্গ করে মূলত দিনাতিপাত করে থাকেন। করোনায় বর্তমানে সকলেই নিজ বাড়িতে বন্দী। বাদ নেই সাধু, গুরু ও লালন ভক্তবৃন্দ। কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না তারা।

নিরামিষভোজী এসব মানুষগুলো খেয়ে বা না খেয়ে থাকলেও কাউকে বলবে না অন্নদানের কথা। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিৎ এসব ধামবন্দী সাধুদের অন্নদানে। এমনটিই মনে করছেন স্থায়ীয় সুশীল সমাজ।

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রচার অভিযানে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ করেছে চার্চ অব বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা ইউনিট।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ‘চিকিৎসায় যক্ষা রোগ ভাল হয়, কুষ্ঠ রোগীদের অবহেলা করতে নেই’ এ শ্লোগান সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেন এ প্রতিষ্ঠানটি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিস থেকে বিতরণ কাজ শুরু করে বিভিন্ন গ্রামে পাড়া মহল্লা ও পাবলিক প্লেসে এসকল লিফলেট বিতরণ করেন চার্চ অব বাংলাদেশের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জেলা সমন্বয়কারি সন্ধা মন্ডল। তাকে সহযোগীতা করেন মাঠ কর্মী মার্টিন লাহেরি। সেই সাথে মহামারি করোনা প্রতিরোধে মানুষকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তারা।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃসত্ত্বাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা, যুবক আটক

কুষ্টিয়া শহরে নয় মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা ভাড়াটিয়াকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে বাড়ির মালিকের ছেলে রোকনুজ্জামান রনি
(৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের কমলাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃত রনি ওই এলাকার বজলুল হকের ছেলে।

জানা যায়, শহরের কমলাপুর এলাকার বজলুল হকের বাড়িতে ভাড়া থাকত মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া এলাকার মেহেদী হাসানের স্ত্রী জুলেখা
(৩৫) নামে ওই নারী। সকালে বাড়ির মালিকের বড় ছেলে রনি পূর্বশত্রুতার জের ধরে ভাড়টিয়া জুলেখার শরীরে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসময় জুলেখার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ভর্তি করে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা

জানান, মহিলার শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই মহিলাকে ঢাকা বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মাদারীপুর-ঢাকা-কুষ্টিয়া ঘুরেও করোনাভাইরাস থেকে শেষরক্ষা হয়নি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা এক নারী ও যুবকের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত নারী (৪০) কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

আক্রান্ত যুবক (২২) একই উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের দক্ষিণ যদুবয়রা গ্রামের বাসিন্দা। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ২৪টি নমুনা পরীক্ষায় দুজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাদের চিকিৎসার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন বলেন, আক্রান্ত নারীর স্বামী ব্যবসায়ী। তিনি পরিবারসহ মাদারীপুরে বসবাস করেন। করোনার সংক্রমণ শুরু হলে তিনি মাদারীপুর থেকে পরিবার নিয়ে ঢাকায় যান। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল রাতে ঢাকা থেকে পরিবারসহ কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে পরদিন ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেসহ তিনজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সেই সঙ্গে পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষার প্রাপ্ত রিপোর্টে ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার স্বামী ও ছেলের রিপোর্ট নেগেটিভ।

ডা. আকুল উদ্দিন আরও বলেন, আক্রান্ত যুবক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

স্ত্রীসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্প্রতি গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ যদুবয়রায় আসেন। ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। স্ত্রীর রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও স্বামীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

কুমারখালী উপজেলায় এ নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১০ জনে।

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বুধবার বিকালে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের পিরিনির মাঠে কলা ক্ষেত থেকে এই ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

জানা যায় স্থানীয় এক কৃষক মাঠে কাজ করার সময় বস্তাভর্তি ফেন্সিডিল পড়ে থাকতে দেখে। পরে মেহেরপুর সদর থানায় জানানো হলে এস আই ইকবাল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

তবে স্থানীয়রা জানান রাধাকান্তপুর গ্রামের কিছু উঠতি বয়সের ছেলেরা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। পরিত্যক্ত ফেন্সিডিল তাদেরই হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ৬৫ টাকা ফিতরা নির্ধারণ

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতি ও জেলা ওলামায়ে পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ফিতরা নির্ধারণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ৬৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের ঘাটপাড়া নুরানী মাদ্রাসায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা আনছার উদ্দিন বেলালীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ওলামায়ে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতী হাফিজুর রহমান, পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, ইমাম সিরাজ উদ্দীন, শাহ আলম, নুরানী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ ইয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

হাফেজ মাওলানা রোকনজ্জামান জানান, এ বছর চাল ও গমের মুল্য অনুযায়ী অর্ধ সা পরিমাণ হিসাব করে জনপ্রতি সর্বনিম্ম ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫ টাকা। কেউ যদি আজুয়া খেজুরের হিসাবে ফিতরা দেন তা হলে এক সা হিসাবে জনপ্রতি প্রায় ৫ হাজার টাকা দিতে পারবেন।
তিনি আরো জানান, আজুয়া খেজুর, যব, পনির, কিসমিস ও চাল-গম এই পাঁচটি দ্রব্য মূল্য অনুযায়ী ফিতরা দেওয়া যায়।